দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 25 MAY 1989 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

019

দোকানে নিষিদ্ধ নোট বই এর জমজমাট ব্যবসা

দোহাজারী (দক্ষিণ চট্টগ্রাম), ২৪ মে (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— দক্ষিণ চট্টগ্রামের উপজেলাগুলোর লাইব্রেরীসমূহে সরকারী নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে নিষিদ্ধ নোট বই অবাধে বিক্রি হচ্ছে।

ফলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি নিম্নমানের অসংখ্য ভুলে ভরা এ সকল বই কিনে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিকল্পিত ও বিন্যস্ত করার লক্ষ্যে ১৯৮০ সালের ২৪ মার্চ জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে ২য় শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত নোট বই প্রকাশ ও বিক্রি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে একটি বিল পাস হয়। সেই থেকে দেশের প্রতিষ্ঠিত পুস্তক প্রকাশকগণ নোট বই প্রকাশনা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন। এ সুযোগে বাজার দখল করেছে বেনামী প্রকাশকদের অসংখ্য ভুলে ভরা নিম্নমানের নোট বই। এসব বইয়ে প্রকাশক ও মুদ্রাকর হিসেবে যাদের সংক্ষিপ্ত নাম থাকে প্রকৃতপক্ষে তা সম্পূর্ণ ভুয়া। ওয়াকিফহাল মহলের মতে, শুধু দক্ষিণ চট্টগ্রামে নয়, সারাদেশের লাইব্রেরীগুলো এখন এসব ভুয়া বেনামী প্রকাশকদের দখলে এবং নোয়াখালী ও চৌমুহনীই হচ্ছে দেশের বিভিন্ন স্থানে নিষিদ্ধ নোট বই সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র। নোয়াখালীর মিনার প্রকাশনী, আল্-আমিন লাইব্রেরী, পপুলার লাইব্রেরী, পুঁথিঘর লিঃ ও রেখা প্রকাশনীর নামে অসংখ্য নোট বই বাজারে প্রকাশ করেছে।

জানা গেছে, বৃহত্তর নোয়াখালীর প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র চৌমুহনীর অর্ধশতাধিক ছোট-বড় প্রেসে দিন-রাত নোট বই ছাপার কাজ চলছে। এজন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে মাশোহারা হিসেবে চুক্তি রয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। প্রেস থেকে ছাপানোর পর এসব নিষিদ্ধ নোট বই পুস্তক ব্যবসায়ীদের বাড়ীতে পরিত্যক্ত গুদামে বা ভাড়া বাড়ীতে বোঝাই করা হয়। প্রতি সপ্তাহের শনি, রবি ও মঙ্গলবার এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কোটি কোটি টাকার অবৈধ বই বিক্রি হয়। সারাদেশ থেকে আগত লাইব্রেরীগুলোর প্রতিনিধিরা এখন থেকে বিশেষ ব্যবস্থায় বই কিনে বাস, ট্রাক বা নৌকাযোগে দক্ষিণ চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জেলায় তা সরবরাহ করে থাকে বলে জানা গেছে।

অথচ এভাবে সরকার কোটি কোটি টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পাশাপাশি অবৈধ পুস্তক ব্যবসায়ীরা টাকার পাহাড় গড়ছে। দক্ষিণ চট্টগ্রামে প্রায় প্রতিটি লাইব্রেরীতে প্রকাশ্যে অবাধে নোট বই বিক্রি হলেও আজ পর্যন্ত কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে না।

এসব নিষিদ্ধ নোট বই-এর ছাপার মান এত নিম্নমানের যে, তার পাঠোদ্ধার করাও অনেক সময় দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এছাড়া তথ্যগত বানানে, উচ্চারণ, অসংখ্য ছাপার ভুলে ভরা নিষিদ্ধ নোট বই পড়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ভবিষ্যতে মারাত্মভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

জানা যায়, দক্ষিণ চট্টগ্রামের লাইব্রেরীগুলো ছাত্র অভিভাবকদের মূল বই-এর সাথে নিষিদ্ধ নোট বই কিনতে বাধ্য করে। এসব নিম্নমানের বইয়ের মান ও মূল্য কোনটারই নিয়ন্ত্রণ না থাকায় যা ইচ্ছা মূল্য নির্ধারণ করে লাভজনক কমিশনে দোকানীরা এসব নোট বই বিক্রি করে রাতারাতি ধনী হচ্ছেন।